দৈনিক ইনকিলাব
দৈনিক ইনকিলাব

DEC. 29 2001

তারিখ ………………
পৃষ্ঠা ………… কলাম ……

শিক্ষার জন্য বৃত্তি

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় গৃহীত শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্তটি একই সঙ্গে তাৎপর্যবহ, গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনন্দনযোগ্য। এই সিদ্ধান্তটি সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সম্পর্কিত। সিদ্ধান্তটি হলো ঃ মাধ্যমিক পর্যায়ের নিয়মিত সকল ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনা বেতনে পড়াশুনা করতে পারবে। শুধু তাই নয়, প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রীরা এর অতিরিক্ত হিসেবে প্রতি মাসে ৬৫ টাকা হারে বৃত্তি লাভ করবে। আর সারাদেশে সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গরীব ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতি মাসে বর্তমানে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় প্রদত্ত খাদ্যের পরিবর্তে ১০০ টাকা হারে নগদ বৃত্তি লাভ করবে। একই পরিবারের দু'জন শিক্ষার্থী পাবে ১২৫ টাকা। জানা গেছে, এর আগে দেশের প্রায় ১২৫৪টি ইউনিয়নের শতকরা ৪০ ভাগ দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য লাভ করতো। এতে ২১ লাখ পরিবারের ২২ লাখ ছেলে-মেয়ের এ সুযোগ লাভ ঘটতো। উক্ত কর্মসূচী দেশের ২৭ ভাগ এলাকার জন্য বরাদ্দ ছিল। আলোচ্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের শতকরা ১০০ ভাগ এলাকার প্রাইমারী শিক্ষার্থী বৃত্তি সুবিধা লাভ করবে।

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের উন্নতি চিরাচরিত ধীর গতিসম্পন্ন, তা বলাই বাহুল্য। দেশের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থা খুব আশাব্যঞ্জক নয় তা আমরা আগেও বলেছি। বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যগ্রস্ত। ফলে শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ ও তাদের লেখাপড়ার উপকরণ, খাদ্য, বস্ত্রদানে অভিভাবকগণ চরমভাবে ব্যর্থ হন। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় এ কারণে ড্রপ আউটের সংখ্যা কমছে না। পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো ব্যতিরেকে শিক্ষাক্ষেত্রে ড্রপ আউট বন্ধ করা অসম্ভব। এছাড়াও আমাদের দেশে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ অল্প। প্রতিবেশী দেশগুলোতে শিক্ষাখাতে আমাদের দেশের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশী। শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের সাফল্যও এজন্য অনেক বেশী। একথা অস্বীকার করা যাবে না যে, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের ছাত্রবৃত্তি কার্যক্রম বা বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ শিক্ষার মানোন্নয়নের একটি দিক ধরে রাখার শুভ সূচক বলে মনে করা যায়। বিশেষজ্ঞগণের মতে, নতুন সরকারের এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্রীদের বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ শিক্ষার হারে নারী-পুরুষের ব্যবধান হ্রাসে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীরা মাসওয়ারী ১০০ টাকার বৃত্তি পেলে তাদের নিজেদের লেখাপড়ার খরচ বহন করার কিছু সুযোগ পাবে যা আগে ছিল না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, একনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এ সুযোগ ঘোষণা করছে; কিন্তু দেশের এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোর দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপারে এ সুযোগ কার্যকর হবে কিনা সে উল্লেখ না থাকায় কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। দেশের এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলোতে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করছে। একনেকের সিদ্ধান্ত তাদের উপর কার্যকর হওয়াটাও জরুরী। দেশের এবতেদায়ী মাদ্রাসাগুলো ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক শিক্ষাদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরকম পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলো, সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিস্তারে সহায়তাদান। এর মাঝে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমেই শিক্ষার উন্নয়ন ও হার বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। দারিদ্র্যই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে সবচেয়ে বড় বাধা। আমরা আশা করি, শিক্ষা বিস্তারে সরকারের বৃত্তি প্রদানের পথে কোনরূপ দুর্নীতি ও অশুভ শক্তির প্রতিবন্ধকতা প্রশ্রয় পাবে না। সরকার শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারে আরও বৃত্তির ব্যবস্থা করে, আরও উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিয়ে শিক্ষিত জাতি গঠনের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করবে, এটাই দেশবাসীর কাম্য।